রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন ২০২৫

আচরণবিধি

ভূমিকা

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা, গণতন্ত্রের ভাষা অনুশীলন ছাত্র সংসদসমূহের নির্বাচনের মাধ্যমে করা সম্ভব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন। এই নির্বাচন ২০২৫-২০২৬ কার্যকালের নির্বাচন হিসেবে গণ্য হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে সমুন্নত ও আরো সুসংহত করতে এবং গণতান্ত্রিক চর্চার ঐতিহ্যবাহী উৎস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী করতে এ নির্বাচন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে। পরমত সহিষ্ণুতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ভোটদান ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত। রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এবং সকল শিক্ষার্থী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সকল শিক্ষার্থীকে সচেষ্ট থাকতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ গঠনতন্ত্রের আলোকে এবং নির্বাচন কমিশনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয়ে প্রণীত হলো 'নির্বাচন আচরণবিধি'। এখানে উল্লিখিত প্রতিটি বিধি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে মেনে চলবে।

১. শিরোনাম ও প্রবর্তন

ক) এই বিধিমালা "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন আচরণবিধি, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

খ) রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ বিধি কার্যকর থাকবে।

২. মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার

ক) প্রার্থী নিজে অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

খ) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। প্রার্থী ০৫ (পাঁচ) জনের বেশী সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে না।

গ) প্রার্থীকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে হবে।

ঘ) রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন ছাত্র সংগঠনের কেউ কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

ঙ) ডোপ টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ না হলে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হবে।

৩. নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার

ক) কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমাদান, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বা নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো ধরনের যানবাহন, মোটরসাইকেল, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, ব্যান্ড পার্টি ইত্যাদি নিয়ে কোনরূপ শোভাযাত্রা, শোডাউন বা মিছিল করা যাবে না।

খ) নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা-নেয়ার জন্য কোনো প্রকার যানবাহন [৩(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী] ব্যবহার করা যাবে না।

গ) নির্বাচনের দিন ভোটকার্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে প্রধান রিটার্নিং অফিসার / প্রক্টর কর্তৃক অনুমোদিত (স্টিকারযুক্ত গাড়ি) অথবা রাবি প্রশাসনিক দায়িত্বে ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের যানবাহন নির্বাচনী এলাকায় চলাচল করতে পারবে।

ঘ) নির্বাচনের দিন প্রার্থী/ভোটার/শিক্ষার্থীরা ভোট কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে বাই-সাইকেল ও রিক্সা ব্যবহার করতে পারবে।

৪. প্রচার-প্রচারণা (নির্বাচনী সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রা)

ক) নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী সমান অধিকার পাবে।

খ) প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার দিন থেকে নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণের ২৪ ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবে। প্রচারণার সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

গ) রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট-এ ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রার্থী ও ভোটার ব্যতীত অন্য কেউ কোনভাবেই কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচারণা চালাতে পারবে না।

ঘ) ক্লাস-পরীক্ষাসহ শিক্ষা কার্যক্রমে যেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে প্রার্থী বা তার সমর্থকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঙ) নির্বাচনী প্রচারণায় শুধুমাত্র সাদা-কালো পোস্টার ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে পোস্টারের আকার অনধিক ৬০(ষাট) সে.মি. X ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সে.মি এর বেশি হবে না।

চ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো ভবনের দেয়ালে নির্বাচন সংক্রান্ত লেখনী ও পোস্টার লাগানো যাবে না।

ছ) কোন প্রার্থী কিংবা তার সমর্থকগণ অপর কোন প্রার্থী কিংবা তার সমর্থকগণের নির্বাচনী প্রচারে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি (যেমন: পোস্টার লাগাতে না দেয়া, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, পোস্টারের উপর পোস্টার লাগানো, সভা অনুষ্ঠানে বাধা প্রয়োগ, মিছিলে বাধা, মাইক কেড়ে নেয়া ইত্যাদি) করা যাবে না।

জ) কেনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা ভোটারকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ ও ভোটদানে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

ঝ) একাডেমিক ভবনের অভ্যন্তরে মিছিল/সমাবেশ করা এবং শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে কোন নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।

ঞ) নির্বাচনী প্রচারণায় ও প্রচারপত্রে এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানহানিকর আচরণ, অশালীন উক্তি ও উস্কানিমূলক কোন কথা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এমন কোন বক্তব্য ব্যবহার করা যাবে না।

ট) ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এমন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

ঠ) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিতব্য সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে প্রক্টরকে পূর্বেই অবহিত করে অনুমতি নিতে হবে।

ড) নির্বাচনী কার্যক্রম চলাকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নিজ নিজ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে।

ঢ) কোন সময়ই বহিরাগত কেউ আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে।

ণ) কোন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালের সুষ্ঠু পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করলে এবং নির্বাচন নীতিমালা অনুযায়ী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মোতাবেক শাস্তির আওতায় আনা হবে।

ত) প্রার্থী পরিচিতি সভা ছাড়া অন্য কোন সভায় মাইক ব্যবহার করা যাবে না।

থ) আবাসিক হলের অভ্যন্তরে কোন মিছিল করা যাবে না।

৫. ছাত্রদের আবাসিক হলে ছাত্রী এবং ছাত্রীদের আবাসিক হলে ছাত্র প্রবেশ সংক্রান্ত

নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের আবাসিক হলে ছাত্রী এবং ছাত্রীদের আবাসিক হলে ছাত্র সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে পরিচিতি সভায় প্রবেশ করতে পারবে।

৬. ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

ক) ভোটাররা নিজ নিজ হলের বৈধ পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করবে।

খ) নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট (অবশ্যই ভোটার) এবং প্রধান রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাদের নির্ধারিত স্থানে অবস্থান করবেন। উল্লিখিত সকলকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূর্বেই পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

গ) প্রধান রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে গণমাধ্যমকর্মীরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে ভোটকেন্দ্রের বুথসমূহে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের লাইভ সম্প্রচারসহ ভোটকার্য বাধাগ্রস্ত হতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

ঘ) ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের সকল মাধ্যম বন্ধ রাখতে হবে। বুথের অভ্যন্তরে কোনভাবেই এ ধরনের কোন ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে না বা কোনো প্রকার ছবি তোলা ও ভিডিও করা যাবে না।

৭. ক্যাম্পাসে প্রবেশ

নির্বাচনের দিনে ভোটার এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত ক্যাম্পাসে অন্য সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।

৮. ভোটার স্লিপ প্রদান

কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ভোটার নির্বাচনের দিন ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে ভোট কেন্দ্রের ৫০ মিটারের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করা যাবে না।

৯. বিস্ফোরক, অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন

নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচন চলাকালে বিস্ফোরক, অস্ত্র (লাঠিসোটা, রড, হকিস্টিক, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি) ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কোনো প্রকার অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে না।

১০. নির্বাচনবিধি লংঘন

ক) নির্বাচনবিধি লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে স্বপ্রণোদিতভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন।

খ) কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থীতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার অথবা রাষ্ট্রীয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সকল দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১৯/৭/২৫

প্রফেসর ড. মো. আমজাদ হোসেন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
রাকসু নির্বাচন কমিশন ২০২৫
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।